১০১ মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

মাদানী চ্যানেল
দেখতে থাকুন

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির-মহান ও চির-মহিমান্বিত! **(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)**

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশ্‌ক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

E-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

১০১ মাদানী ফুল

শয়তানের লাখো বাধা উপেক্ষা করে এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক সুন্নাত শিখতে পারবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তিন ধরণের লোক আরশের ছায়ায় থাকবে।" আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** ঐ সমস্ত লোক কারা হবে? ইরশাদ করলেন: "ঐ সব লোক, (১) যারা আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করবে, (২) আমার সুন্নাত জীবিত করবে, (৩) আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।"

(আল বাদূরাস সাফীরাহ আখিরাহ লিস সুয়ূতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাদানী ফুল গ্রহণ করুন, পেশকৃত প্রতিটি মাদানী ফুলকে সুন্নাত মনে করবেন না। এখানে সুন্নাতের সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীনের বর্ণিত মাদানী ফুল সমূহ শামিল করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে অবগত না হওয়া পর্যন্ত কোন আমলকে সুন্নাতে রাসূল বলা যাবে না।

সালামের ১১টি মাদানী ফুল

(১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। (২) মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে: "সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে,

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আমি যাকে সালাম করছি, তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি, (৩) দিনে যতবার সাক্ষাৎ হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়া করার সময় সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, (৪) আগে সালাম করা সুন্নাত, (৫) প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলার** নিকটবর্তী ও প্রিয়, (৬) প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- **আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকার মুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) (৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) (৮) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে (**আল্লাহ্**র পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম) ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠাতে লিখেন: কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আর এর চাইতে উত্তম وَرَحْمَةُ الله মিলানো,

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

সর্বোত্তম হচ্ছে; وَبَرَكَاتُهٗ শামিল করা, এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন, উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা। সালাম প্রদান কারী اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে, উত্তরে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله বলবে। আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله বলে, তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলবে। আর যদি وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে, তবে উত্তর প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। **আল্লাহ্ তাআলাই** অধিক জানেন। (৯) এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন, (১০) সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজীব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়) (১১) সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুসাফাহার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। (২) বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন, (৩) **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

"যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।" (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬৭৬) (৪) যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৪৪,দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) (৫) হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুক) (৬) দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬, হাদীস নং- ১২৪৫৪, দারুল ফিকর, বৈরুত) (৭) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, (৮) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে কারো সাথে শত্রুতা না থাকে, তাহলে হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবে আর তার অন্তরে যদি শত্রুতার ভাব না থাকে, তবে দৃষ্টি ফিরানোর আগেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)** (৯) যতবারই সাক্ষাৎ হয় ততবারই হাত মিলাতে পারবেন, (১০) উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। (১১) অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায়, এটা সুন্নাত নয়, (১২) হাত মিলানোর পর নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরূহ। হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বনকারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ত্যাগ করুন। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত)** (১৩) যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ফলে কামভাব আসে, তাহলে দেখাও গুনাহ। **(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা, দারুল মারিফাত, বৈরুত)** (১৪) মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)**

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের সামনে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা, যেমন- আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে, এটা সুন্নাত নয়, (৪) চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও 'আপনি' 'জনাব' করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে,

(৫) কথা বলার সময় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়, (৭) কথাবার্তা বলা অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূরে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি, (৮) বেশি কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, (৯) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তুমি দেখবে যে কোন বান্দাকে পার্থিব অনাসক্তি ও স্বল্পভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন করো। কেননা, এসব লোককে হিকমত দান করা হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১০১) (১০) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৯) মিরআতুল মানাজিহ এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা চার ধারণের, (১) একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর, (২) একান্ত উপকারী, (৩) কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী, (৪) না উপকারী না ক্ষতিকর।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করুন, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে, তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন, উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকারী, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় নষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) (১১) কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত, (১২) খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তাকারীর জন্য জান্নাত হারাম। **নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।" (কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২৫, আল মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত)

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

হাঁচির আদব সম্পর্কিত ১৭টি মাদানী ফুল

দু'টি হাদীস শরীফ: (১) "**আল্লাহ্ তাআলা** হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। যদি সে رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুক। (আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২২৮৪) (৩) হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

(৪) হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই। খাযায়ীনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। উত্তম হচ্ছে; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা। (৫) শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুক) বলা ওয়াজীব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)** (৬) উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন: يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক) অথবা এভাবে বলুন: يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের হিদায়াত দিক ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুক) (৭) কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহ্বা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)** হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে, তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। **(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮ম খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা)** (৯) হাঁচি দাতার উচিত উচ্চ স্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা, যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়।

(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(১০) হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজীব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজীব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা) (১১) উত্তর প্রদান তখন ওয়াজীব হবে যখন হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বললে উত্তর প্রদান করতে হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) (১২) খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবেন না। (ফতোওয়ায়ে কাজীখান, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা) (১৩) কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে; সবাই উত্তর দেয়া। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) দেয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে, তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। (প্রাগুক্ত) (১৫) নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে, আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না। আর যদি ঐ সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলে, তবে নামায সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (১৬) আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেন, তবে আপনার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (১৭) কোন কাফিরের হাঁচি আসলো আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে এর উত্তরে يَهْدِيْكَ اللّٰه (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে হিদায়াত দান করুক) বলা যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল

(১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। **(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)** সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা)** (২) হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন, তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। **(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)** (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। **(প্রাগুক্ত)**

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (৬) কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন, আর যদি সেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) (৭) কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা গোসলখানাতে ফেলা মাকরূহ। কেননা, এতে রোগ সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত) (৮) বুধবার নখ কাটা উচিত নয়, এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্য যদি ৩৯ দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৪০ তম দিন হয়ে গেলো যদি আজ কাটা না হয় তবে তার জন্য ওয়াজীব হচ্ছে; যেন আজই কেটে নেয়, কারণ চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত নখ রাখা না জায়িয ও মাকরূহে তাহরিমী। (বিস্তারিত জানতে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ২২তম খন্ড, ৫৭৪ থেকে ৬৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন) (৯) লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে। (ইত্তিহাফুস সাদাহ লিয যায়দী, ২য় খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আব্‌রার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুল

হাদীস শরীফ: (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো। কেননা, মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" **(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫)** 'নুজহাতুল ক্বারী' কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে, প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং যখন মসজিদ থেকে বের হবে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। মসজিদে প্রবেশের সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে করেন; যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন, অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরিধান করে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করুন। **(নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল)** (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরিধার করাবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বললো: এক মহিলা (পুরুষের মতো) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৯৯)**

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষ সুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, উল্টো জুতা দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। **"দাওলাতে বে যাওয়াল"** কিতাবে লিখেছেন: যদি সারারাত উল্টো জুতা পড়ে রইলো তবে শয়তান এর উপর শান শওকত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা) উল্টো হয়ে পড়ে থাকা ব্যবহৃত জুতা সোজা করে নিন।

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” **(আব্দুর রাজ্জাক)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **“সুন্নাত ও আদব”** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে মুহতাশাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ **অনুবাদ: আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫)** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। **আল্লাহ্**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ঘরে প্রবেশের দোয়া:

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْـَٔلُكَ خَیْرَ الْمَوْلَجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি। **আল্লাহ্**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রতিপালকের উপর আমরা ভরসা করছি। (প্রাগুক্ত, হাদীস-৫০৯৬) এ দোয়টি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সূরা ইখলাস পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। (৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম-মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৪) **আল্লাহ্ তাআলা**র নাম নেওয়া (যেমন بِسْمِ الله) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে, শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৫) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই, তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ (অর্থাৎ- আমাদের ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। **(দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা)**

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ- **হে নবী**! আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৭) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান, হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি। (৮) যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে, তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা: 'কে?' করাঘাতকারীর উচিত, নিজের নাম বলা, যেমন- বলুন: মুহাম্মদ ইলইয়াস। নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে, নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং ব্যালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১২) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

সূরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের রিওয়াতে রয়েছে: "সবচাইতে উত্তম সূরমা হচ্ছে 'ইসমাদ'। কেননা, এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।" **(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭)** (২) পাথুরী সূরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই। কালো সূরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)** (৩) শয়ন করার সময় সূরমা লাগানো সুন্নাত। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)** (৪) সূরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি; (ক) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (খ) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (গ) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই শলাই দুইবার করে, আর শেষে এক শলাই সূরমা উভয় চোখে লাগান। **(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)** এ রকম করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই **আমাদের প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করতেন, তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সূরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

শয়ন ও জাগরনের ১৫টি মাদানী ফুল

(১) শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, (২) শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى **অনুবাদঃ- হে আল্লাহ্!** আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হবো। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫) (৩) আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯৭) (৪) দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) সদরুস শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (৫) দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ।

(আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

(৬) পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং (৭) কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন। (প্রাগুক্ত) (৮) শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন। কেননা, সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, (৯) শয়ন করার সময় **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ- اَلْحَمْدُ لِلّٰه ـ سُبْحٰنَ الله ـ لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন। কেননা, মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) (১০) জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুনঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩২৫) **অনুবাদঃ** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১১) ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহিযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করবো, কারো উপর জুলুম করবো না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (১২) যেসব বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিত বরং এ বিষয়ের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(১৩) স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে, ততক্ষণ দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না। সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে, তখন সে সাবালক হয়ে গেলো। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) (১৪) ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন, (১৫) রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।"

(সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৩)

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার চেষ্টা করছি। **তাজদারে রিসালাত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)**

মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই ও মুবাল্লিগা ইসলামী বোনদের প্রতি আবেদন

প্রতিটি সুন্নাতে ভরা বয়ানের শেষ পর্যায়ে যতটুকু সম্ভব কিছু না কিছু সুন্নাত পাঠ করে শুনিয়ে দিন। সুন্নাত বয়ান করার পূর্বে কলাম নং- ১, কলাম নং- ২ পড়ে শুনান। (মুবাল্লিগা ইসলামী বোন শেষোক্ত কলামের কাফেলা বিশিষ্ট অংশ বয়ান করবেন না)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)**

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কলাম নং- ১. এবার বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাদানী ফুল গ্রহণ করুন, পেশকৃত প্রতিটি মাদানী ফুলকে **সুন্নাতে রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনে করবেন না। এখানে সুন্নাতের সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীনের বর্ণিত মাদানী ফুল সমূহ শামিল করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে অবগত না হওয়ার পর কোন আমলকে সুন্নাতে রাসূল বলা যাবে না।

কলাম নং- ২. বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net